তপস্বিনী
গঙ্গাধর মেহের

দ্বিতীয় সর্গ
(rag- ramoekrii)

09 August 2009
(Last updated: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০)
http://www.iopb.res.in/~somen/GMeher

বাল্মীকি-আশ্রম-রাজ্যরে
শান্তি রাজত্ব করে,
কোষ পূর্ণ করি পাদপ—
দত্ত সুছায়া করে।
অকপটে তাহা দিঅন্তি,
সেহি পাদপমানে,
অযাচিতে নিজ শরীর—
মানদণ্ডর মানে।
প্রকৃতি—সমরে সেমানে
পুণি হুঅন্তি সেনা,
আবরণ করি শরীরে
ঘন-পল্লব-সেহ্না।
করি বরষার ব্যায়ামে
অঙ্গ-পুষ্টি-সাধন,
আতপকু জিণি আণন্তি,
তার আলোক—ধন।
শীত—আক্রমণু করিবা
পাইঁ রাজ্যকু ত্রাণ,
ধূনিরূপে পুণি হুঅন্তি
কেতে অনল—বাণ।
বিজিত প্রকৃতি সময়—
জাণি সম্পদে তোষ,
পাদপঙ্ক করে সমর্পি
ফল-প্রসূন কোষ।
গর্ভে ধরি তারা-রতন
পূর্ণ-গগন-সিন্ধু,
অগস্ত্য-গরিমা শোষন্তি
প্রতি শিশির—বিন্দু।
সাগর গরবে পাদপ—
আলবালর জল,
পোষি রখুথিলে গরভে
সুধাকর মণ্ডল।
অকস্মাত করি প্রবেশ
রামবধূ—রোদন,
ঘনঘন কলা কম্পিত
শান্তি—দেবী-সদন!
বিচলিত হোই করুণা—
বতী শান্তি বাহন
লোড়িলে রোদিনী লক্ষ্যরে
যিবাপাইঁ বহন।
মুনি—কুমারীএ বাহারি
লাগিথিলে সে ক্ষণে,
বাত-ব্যস্ত নব বীটপি—
বল্লী পর্য্যবেক্ষণে।
নব রব এক কর্ণরে
তাঙ্ক যিবারু লাগি,
মন নিয়োজিলে তাহাকু
ধরি চিহ্নিবা লাগি।
ধরি মন তাকু দেখিলা
নুহে কপোত-স্বন
নুহই কোকিল কাকলি,
কিম্বা বীণা—নিক্কণ।
নুহেঁ শঙ্খনাদ, নুহই
পুণি ময়ূর-কেকা,
ললনা-করুণ—কণ্ঠর
স্বর নির্ঝর একা।
সেহি কুমারীঙ্ক হৃদয়—
রথে বসি চঞ্চল,
চলাইলা শান্তি, উড়িলা
ধ্বজ-বল্কলাঞ্চল।

রোদন তরঙ্গ দর্শনে
শান্তি চকিত হেলা,
তথাপি সমীপে যিবাকু
লবে ন কলা হেলা।
কুমারীএ যাই অনতি—
দূরে কলে দর্শন,
অপূর্ব নারীএ করুছি
ঘোর অশ্রু—বর্ষণ।
চকিত চিত্তে কে ভাবিলা,
‘এ ত বিচিত্র কথা,
এ বনে এভলি মানবী
অসম্ভব সর্বথা।
স্বর্গপুরু কেউঁ দেবী কি
সদ্য-শাপর ফলে,
স্বদেহরে খসিপড়িছি
আসি অবনী—তলে?
ভ্রমু ভ্রমু কিবা অভ্ররে
অভ্রমাতঙ্গ চড়ি,
পুরন্দর-পুর-শোভিনী
পড়িঅছন্তি গড়ি!’
কিএ বা ভাবিলা, ‘জাহ্নবী
অবা মূর্ত্তিমতী কি,
লোতক-কল্লোলে ভসাউ—
ছন্তি বসুমতী কি?
করকা পরায়ে করুণা
কিবা স্বর্গরু গলি,
পর-দুঃখতাপে ক্রমশঃ
ভবে যাউছি গলি?
ন হেলে এ ঘন-কুন্তলা
ঘন সহিত তারা,
খসিপড়িবারু ধরারে
বহিযাউছি ধারা।
হোইথান্তা যদি রোদন—
ধ্বনি চমকপ্রদা,
বোলন্তু আসিছি জলদ—
সঙ্গে এ শতহ্রদা।
শিশির—বর্ষিণী চন্দ্রিকা
পিক—স্বর—মুখরা
কাহিঁ, কাহিঁ ঝিল্লী—রাবিণী
খর নিদাঘ খরা?
বীণা থান্তা যদি হস্তরে
বোলুথান্তু ভারতী,
কান্দুছন্তি বিষ্ণু-বিরহে
অবা হোই আরতী!’
ভাবি ভাবি মুনিসুতাএ
গলে জানকী পাশ,
সাহস ন হেলা দেবাকু
কিন্তু তাঙ্কু আশ্বাস।
বরষার মহানদীর
গাঢ় আবিল জল,
স্বচ্ছ করিবাকু কি রূপে
হেব নির্মলা বল?
ইব, অঙ্গ, তেল সঙ্গরে
সেহি নদী যেসন,
কুমারীঙ্কি পাই বঢ়িলা
সীতা শোক তেসন।
কিছি ন পচারি কুমারী—
মানে রহিলে বেঢ়ি,
যাই ন পারিলে সেনেহ
হেলা পাদকু বেড়ি।

বিকলে অনাই কেবল
তাঙ্ক শান্ত লোচন,
কলা ক্ষুব্ধ-হৃদ-বেদনা
বীচি-জল-মোচন।
লোতক-প্লাবিতা-কুমারী-
বৃন্দ মধ্যরে সতী,
বিকল পরাণে বিলপি
শোক-জলে ভাসন্তি।
চক্রবাতজাত পৃষত-
স্নাত পদ্মিনীবনে,
কলরাজহংসী কূজই
কিবা আরত স্বনে।
সহী এক সহি ন পারি
যাই বাল্মীকি পাশে,
জণাইলা খেদপূরিত
ক্লেশ-চঞ্চলা ভাষে।
‘ভো তাত! এ বনে নারীএ
নবনীত পিতুলী-
সম দিশে, আসি কান্দুছি
যেহ্নে হোই বাতুলী।
সম্বোধন করি থরকু-
থর তা’ প্রিয় কান্তে,
পতি-গুণ, পতি-বাৎসল্য
স্মরুঅছি একান্তে।
ললিত দিশুছি ললাটে
তার সিন্দুরবিন্দু,
মুখ-কমলকু হোইছি
যেহ্নে পূর্ণিমা ইন্দু।
করযুগলরে শোভুছি
চারু রতন-চুড়ি,
বিষাদ-সাগর-পুলিনে
ঝলুঅছি ন বুড়ি।
দরবিকশিত কমলে
বরাটক পরাএ,
শতদল-রুচি রুচির
বেলে সে শোভাপাএ।
তিন্তাই দেউছি বাসকু
তার নয়ন-বারি,
দেবী কি মানবী সহজে
হেউনাহিঁ ত বারি।’
শুনি মুনিবর মউনে
নিমীলিত ঈক্ষণে,
কায়, শির, গ্রীবা সলখি
বসিরহিলে ক্ষণে।
উঠি পুণি ‘চাল দেখিবা’
বোলি হেলে বাহার
মুনি পছে পছে চালিলে
বহু মুনিকুমার।
কৌতূহলে গলে যে থিলে
মঠে মুনিনন্দিনী,
ডাকি আসিথিলা যে সখী
হোই তার সঙ্গিনী।
চালিলে হরিণ হরিণী
তাঙ্ক সঙ্গে শাবক,
বৃক্ষুঁ বৃক্ষে ঢেহেঁ চলিলে
পিক, ময়ুর, বক।
সমীর-সাগরে ছাড়িলে
নিজ শরীর-পোত,
নয়ন-রঞ্জন খঞ্জন,
শুক, সারী, কপোত,

অভিযান কলা শান্তির
এহা বীরবাহিনী,
সীতা-শোক-শিলাশ্রেণীকু
যেহ্নে ঘোর বাহিনী।
মহানাদী মহানদীর
মহাপ্রবাহ আসি,
রামেশ্বর-শিলা-সবুকু
দেলে সশিরে গ্রাসি।
টলিবে কি শিলা সকল
স্রোত কম্পিব সিনা,
বিঘুর্ণিত শিরে পড়িব
গতি পদ্ধতি বিনা।
সে দশা ভোগিব নাহিঁ ত
শান্তি এ অভিযানে?
লাগু, লাগিছি ত প্রমত্ত
হোই স্ব-অভিমানে।
কিছি দূরে যাই মিলিলে
মুনি জানকী পাশে,
আউমানে দেঢ়ি রহিলে
তলে, ডালে, আকাশে।
শ্বেত-শ্মশ্রু-কেশ-বিভূতি—
বপু সৌম্য মূরতি
বাল্মীকি মহর্ষি সমীপে
হেমগউরী সতী।
দিশিলে যেমন্ত তুষার-
তনু-হিমাদ্রি-তলে,
তপস্বিনী উমা মউনে
রহিছন্তি নিশ্চলে।
মুনি আগমনে জানকী
শোক কলে নিবর্ত্ত,
হৃদয়রে হেলা স্থগিত
চিন্তা-চক্র-আবর্ত্ত।
বোইলে মহর্ষি সীতাঙ্কু
" বৎেস, পারিছিঁ জাণি,
বিরহ-বিপদ তোহর
বহিআছি উজাণি।
স্রোতস্বতী-গতি সহজ
থাএ সাগর আশে,
লঙ্ঘে শিলা-শৈল-সঙ্কট
যেবে বিরুদ্ধে আসে।
বারিধি-সঙ্গমে বিস্মরে
সবু বিগত ক্লেশ,
উভয় জীবনে ন রহে
আউ প্রভেদ লেশ।
বিধিবশে উঠি মধ্যরে
যেবে ঊর্দ্ধকু ভেদি,
বালিস্তূপ দিএ সরিত
সিন্ধু-হৃদয় ছেদি।
সরিত মরি-ত ন পারে
তার জীবন-ভার,
হৃদয় প্রসারি রখই
হোই হ্রদ আকার।
অবিকল সেহি দশা মা'
ভবে ঘটিছি তোর,
চিন্তাকু তু বৃথা ন কর
চিতা স্বরূপ ঘোর।
শ্বশুর তো মোর সুহৃদ
সেহিপরি তো পিতা,
অসংকোচে রহ আশ্রমে
মশি সংসার পিতা।

মো' আশ্রমে তোর নথিব
কউণসি ভাবনা,
জনমিব যেউঁ সন্তান
তা'র পাইঁ ভাব না।"
মুনি-বাণী শুণি জানকী
মুনি-চরণ-তলে
পড়ি, উঠি গণ্ড পোছিলে
নিজ বসনাঞ্চলে।
"বীর প্রসবিনী হুঅ মা"
বোলি শুভ আশিষ,
দেই আশ্বাসিলে মধুরে
মুনি-মণ্ডলাধীশ।
পুনশ্চ বোইলে,"আস মা,
আউ ন কর মঠ,
কুমারীমণ্ডল মধ্যরে
রহি মণ্ড মো'মঠ।"
কিস কিস অছি ধর গো
বেগে কুমারীমানে,
বোলন্তি মহর্ষি, কন্যাএ
তাহা কলে সম্মানে।
টণাটণি হোই সতীঙ্ক
চারু পেটিকামান,
ধরি বেঢ়ি তাঙ্কু সাদরে
করাইলে প্রস্থান।
প্রহারি প্রহারি পাদুকা
মুনি দুর্গতি শিরে,
রাম-হৃদ-প্রেম-প্রতিমা
আগে চালিলে ধীরে।
কাষায়-বসনু মহর্ষি
হেলে অনুরূপম,
পছে বইদেহী দিশিলে
ভানু-দীধিতি-সম।
বুড়িথিলা সেহি দীধিতি
দুঃখ-অর্ণব-অর্ণে,
অনূরু তহিঁরে বিরাজু-
থিলে উজ্জ্বল বর্ণে।
মহাযতি মহাসতীঙ্ক
কথাবার্ত্তা সকল,
শুণুথিলে বসি বিহঙ্গ-
দল ন করি কল।
দেখন্তে তাহাঙ্ক আশ্রম-
অভিমুখে গমন,
প্রমোদরে কলে নিস্বনঃ
হোই প্রফুল্ল-মন।
বাজিগলা পরা শান্তির
রণ-বিজয়-ঘোষ!
নাচি নাচি মৃগ-শাবকে
কলে প্রকাশ তোষ।
নব অতিথিঙ্ক মুখকু
মণি স্নেহ-সাগর,
সতৃষ্ণ নয়নে অনাই-
থান্তি থরকু থর।
জয় লক্ষ্মী-রূপে করন্তি
শান্তি-পুরকু বিজে,
অশান্তি-সাগর-উত্থিতা
রাম-রমণী নিজে।
টেকি চন্দ্রকিত বরহ
বেনি বীথিরে রহি,
চালিলে উভয় পার্শ্বরে
শতশত বরহী।

সুকুমার করি-শাবকে
করে টেকি কমল,
ঠেলাঠেলি হোই চালিলে
সঙ্গে দলকু দল।
পাদপে ঝুলিলা পল্লব
শোভি পুষ্প-স্তবকে,
ধাড়ি ধাড়ি শ্বেত পতাকা
তহিঁ হোইলে বকে।
মধুরে গাইলে কোকিল-
কুল মঙ্গল গীত,
অলি-স্বনে জয়-শঙ্খর
ধ্বনি হেলা ব্যঞ্জিত।
বারম্বার উড়ি বৃক্ষরু
হোই মুকুত-মুষ্টি,
শুক সারী দল মার্গরে
কলে কুসুম বৃষ্টি।
বন্দাপনা দীপ জলিলা
এণে গোধূলি-তারা,
বিরাজিলে ঋষি-আশ্রমে
রাম-নয়ন-তারা।
বাল্মীকি নদেশে উটজে
সবু পেটিকা থোই,
কন্যা এক দেলা সতীঙ্ক
মুখ-মণ্ডল ধোই।
কন্যা এক জল-কলস
ঢালুঁ ঢালুঁ চরণে,
তা'হস্তরু নেই স্বপদ
প্রক্ষালিলে আপণে।
সতীঙ্কি বসাই সূতাএ
মৃদু পল্লবাসনে,
পলমূল আণি সমক্ষে
দেলা পর্ণ-বাসনে।
অনুকম্পা নামে বৃদ্ধাএ
করি সতীঙ্কি কোল,
পোছিদেলে কর-কমলে
তাঙ্ক ভাল কপোল।
মমতা-প্রপাত-সেনেহ
স্বচ্ছ উজ্জ্বল জল,
পকাই সতীঙ্ক পরাণ
প্লাবি করি শীতল।
মুখ চাহিঁ চাহিঁ বোইলে
ধীরে কোমল ভাষে,
"মো ভাগ্যকু মাআ আসিছু
আজ তু মোর পাশে।
রাজরাজেশ্বরী মাআ তু
স্বর্ণমন্দির তোর,
তমঃপূর্ণ করি উজ্জ্বল
কলু কুটীর মোর।
দিনযাক করি ন থিবু
পরা কিছি আহার,
পুঅ করুথিব গরভে
চলি পাদ-প্রহার।
মাআ মা'! মাআ মা'! মা'ঘরে
তোর কি অছি লাজ,
চাহিঁ রহিছন্তি তোতে তো'
এহি সখী-সমাজ।"
বোলি নিছি দেই ধরাই-
দেলে নারঙ্গি-কলি,
গোটি গোটি করি কর্পূর
কান্তি পক্ক কদলী।

বীজ ভিন্ন করি কুলক
খণ্ড খণ্ড পনস,
সুমধুর পিণ্ড খর্জুর
সহকার সরস।
বারম্বার বোলি মধুরে
“ধীরে ভুঞ্জ মা, ভুঞ্জ”
করে দেলে ভাঙ্গি করক-
মঞ্জি পুঞ্জকু পুঞ্জ।
অবশেষে “আউ দিওটি,
আউ দিওটি” বোলি,
ভুঞ্জাইলে সেহু সতীঙ্কি
আঠ দশোটি কোলি।
মাতৃ-স্নেহ-সুখ ন থিলে
বুঝি বাল্য-জীবনে,
সেহি সুখ সতী বুঝিলে
আজি বাল্মীকি বনে।
আচমন করি জানকী
ফল ভোজন শেষে,
কাষ্ঠ আসনরে বসিলে,
তাপসীঙ্ক নির্দ্দেশে।
কুমারীএ দেলা কোরঙ্গী
ফল দেবীঙ্ক করে,
মুখে পকাইলে সুমুখী
তাহা ঘেনি সাদরে।
কন্যা এক আণি কোমল
শুষ্ক নীবার নাল,
শয্যা করিদেলা তহিঁরে
পারি হরিণ ছাল।
সখী দুই তহিঁ রহিলে
বইদেহীঙ্ক পাশে,
আউমানে হেলে অন্তর
নিজ নিজ আবাসে।

— - — —